দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 08 SEP 1992
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বহিরাগত ও অস্ত্র মুক্ত করার প্রশ্নে আলোচনা

শাহজাহান সরদার॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে অস্ত্র ও বহিরাগত মুক্ত করার কৌশল লইয়া সরকারী নীতি নির্ধারক মহলে আলোচনা চলিতেছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে অব্যাহত সন্ত্রাস এবং সর্বশেষ গত শুক্রবার ছাত্রদলের অন্তর্দ্বন্দ্বে মাহমুদ ও মামুনের মর্মান্তিক মৃত্যুতে নীতি নির্ধারকরা উদ্বিগ্ন হইয়া পড়েন। আরও সংঘর্ষের আশংকায় ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটি বাতিল এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দলের কার্যক্রম স্থগিত করা হয়। পরবর্তী পদক্ষেপ হিসাবে সরকার বিশ্ববিদ্যালয়কে সন্ত্রাস মুক্ত করার লক্ষ্যে সর্বাগ্রে অস্ত্র ও অছাত্র মুক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। অস্ত্র ও বহিরাগত মুক্ত হইলেই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়া আসিবে বলিয়া ধারণা। এদিকে শুক্রবারের ঘটনার সহিত (১১শ পৃঃ দ্রঃ)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে

(প্রথম পৃঃ পর)

জড়িতদের খুঁজিয়া বাহির করিয়া দেশের প্রচলিত আইনে বিচারের ব্যবস্থার জন্য আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। প্রধানমন্ত্রীর একটি ঘনিষ্ঠ সূত্র জানাইয়াছেন তিনি এ নির্দেশ দিয়া বলিয়াছেন "অপরাধী যেই হোক তার বিচার হবে"। ছাত্র দলের কোন নেতা কর্মীর বিরুদ্ধে দলীয় গঠনতন্ত্র মোতাবেক কোন ব্যবস্থা-বহিষ্কার ইত্যাদি নেওয়া হইতেছে কিনা জানিতে চাহিলে একজন নীতি-নির্ধারক ইত্তেফাককে জানান, কেন্দ্রীয় কমিটিই বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কার্যক্রম স্থগিত। ঘটনার জন্য দায়ীদের ধরার জন্য পুলিশ সক্রিয় আছে। অপরাধীকে খুঁজিয়া বাহির করার জন্য যাহা কিছু দরকার তাহাই করা হইবে। অপরাধী সনাক্ত হইলে সব দিক দিয়াই ব্যবস্থা নেওয়া হইবে। ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করিয়া দেওয়ার কোন চিন্তা-ভাবনা সরকার করিতেছে কিনা জানিতে চাহিলে তিনি বলেন এমন চিন্তা-ভাবনা আপাতত: নাই। এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে সন্ত্রাসমুক্ত করাই মূল লক্ষ্য। শীঘ্রই নূতন কমিটি গঠন করা হইবে কিনা জানিতে চাহিলে তিনি বলেন, এখন আমরা এসব ভাবিতেছি না। তিনি জানাইয়াছেন যে, ভবিষ্যতে ছাত্র দলের কমিটিতে কোন অছাত্র থাকিবে না এবং বয়স দেখা হইবে। ছাত্রদলের কার্যক্রম স্থগিত রাখার ঘোষণার প্রেক্ষিতে গতকাল (সোমবার) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র দলের কোন পর্যায়ের কোন নেতাকে দেখা যায় নাই। উল্লেখ্য যে, চলতি বৎসরের ১০ই জানুয়ারী ছাত্র লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মনিরুজ্জামান বাদল সন্ত্রাসীদের হাতে নিহত হইলে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনা ছাত্র লীগের কার্যক্রম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই মাসের জন্য স্থগিত ঘোষণা করিয়াছিলেন। সে সময় তিনি অন্যান্য দলকেও অনুরূপভাবে স্থগিত করার আহ্বান জানাইয়াছিলেন।

সরকারী দলের নীতি-নির্ধারক মহলের বিভিন্ন পর্যায়ে গতকাল বেশীরভাগ সময়ই ছাত্রদলের কমিটি বাতিল, বিশ্ববিদ্যালয়ে কার্যক্রম স্থগিত এবং দলের ভিতরে লুকাইয়া থাকা সন্ত্রাসীদের লইয়া কথা হয়। প্রায় সবার অভিমত এভাবে দলের অন্তর্দ্বন্দ্ব চলিলে অবস্থা খারাপ হইবে।

নীতি নির্ধারকদের ধারণা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে যদি অস্ত্রের ঝনঝনানি এবং সন্ত্রাসী মুক্ত করা যায় তাহা হইলে সন্ত্রাস আপনা-আপনি অনেক কমিয়া যাইবে। এই লক্ষ্যেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে অস্ত্র ও অছাত্র মুক্ত করার উদ্যোগ। ১৯৭৩ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ মতে বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের অধিকারী। সরকার সরাসরি কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। এ সম্পর্কে সরকারী একজন নীতি নির্ধারক জানান, ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশও যদি সঠিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পালন করে তাহা হইলে অছাত্র এবং অস্ত্র হলে ঢুকিতে পারে না। এই অধ্যাদেশে আছে সন্ধ্যার পর ছাত্রদের পরিচয়পত্র দেখাইয়া হলে প্রবেশের নিয়ম। প্রভোষ্ট এবং গৃহশিক্ষকরা প্রতিদিন কক্ষে কক্ষে তল্লাশীর বিধান আছে। সরকারী মহলের অভিযোগ, এসব বিধান যদি বিশ্ববিদ্যালয় ও হল কর্তৃপক্ষ পালন করেন তাহা হইলে বিশ্ববিদ্যালয় সন্ত্রাস মুক্ত থাকিতে পারে। এ ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় ও হল কর্তৃপক্ষ কোন সমস্যার সম্মুখীন হইলে সরকার যে কোন প্রটেকশন দিবে। সূত্র জানায়, সরকারীভাবে কর্তৃপক্ষকে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে, যে কোনভাবে বিশ্ববিদ্যালয়কে অছাত্র ও অস্ত্র মুক্ত করিতে হইবে। এজন্য সরকারকে কি করিতে হইবে তাহা কর্তৃপক্ষকে জানাইতে বলা হইয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যদি অছাত্র ও অস্ত্র মুক্ত করিতে না পারে এবং সন্ত্রাস চলিতে থাকে তাহা হইলে সরকার আর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে না বলিয়া সূত্রটি জানায়। তাহাদের মতে বিশ্ববিদ্যালয় দেশের কোন বিচ্ছিন্ন অংশ নহে। সরকারকে ব্যবস্থা নিতে হইবে। এব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষীয় একটি সূত্র জানায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশের সম্মুখেই অনেক সময় গোলাগুলী হয়। সন্ত্রাসীরা ঘুরিয়া বেড়ায়। আর সন্ত্রাসীরা, অছাত্ররা সংখ্যায় কম এবং চিহ্নিত। তবুও ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। সরকারের পূর্ণ সহযোগিতা পাইলে বিশ্ববিদ্যালয়কে অছাত্র ও অস্ত্র মুক্ত করা সম্ভব।